যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ ২৬তম সংখ্যা

‘আমরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেও জয়ী হতে পারি’ জাতীয় যুবদিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় যুবদিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

‘আমরা যেভাবে খেলে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেট জায়ান্ট নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করতে পারি, ঠিক সেভাবে আমরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেও বিজয় অর্জন করতে পারি।’ ১ নভেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় যুবদিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে একথা বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি চাকরির জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে সরকারের দেওয়া সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা এখন সব করতে পারি, কেননা আমাদের দামাল ছেলেরা এখন তাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করতে পারে। যুবদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তারা মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশুর খামার স্থাপন, শাক-সব্জির বাগান, অর্থকরী ফসল চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও শিল্পজাত ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে পারে। সমবায়ের ভিত্তিতেও তারা এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারে। এতে চাকুরীর চেয়ে অনেক বেশী উপার্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন প্রশিক্ষিত যুবসমাজের স্বকর্মসংস্থানে এসব খাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক ও অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক) সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে। চলতি বছর বিভিন্ন খাতে ১৫ জন যুবক ও যুবমহিলা জাতীয় যুবপদক লাভ করেছেন। তারা হলেন সুনামগঞ্জের মিজানুল হক সরকার, কিশোরগঞ্জের (আমিরগঞ্জের) নুরুল আরেফিন, ঢাকার (গোপীবাগের) নাজনীন পারভীন, নারায়ণগঞ্জের (আমলাপাড়ার) সাবিরা সুলতানা, বান্দরবানের ছিমি দালুপাড়ার মাসিং নু মারমা, ফরিদপুর (সদর) উপজেলার আলীপুরের তামান্না মোসলেম, ফেনীর (সোনাগাজীর) মহিউদ্দিন আহমেদ, নাটোরের (বাগাতিপাড়ার) সেলিম রেজা, সাতক্ষীরার (দেবহাটার) আবু আব্দুল্লাহ আল আজাদ, বরিশালের বগুড়া রোডের নাজমা পারভীন, মৌলভীবাজারের (সাতপুরের) কামরান হোসেন, দিনাজপুরের (রামনগরের) আসমাউল হোসনা, ঝালকাঠির সদর উপজেলার ফয়সাল রহমান, ভোলা সদর উপজেলার জাকির হোসেন ও যশোরের নবদিগন্ত মহিলা সংস্থার আইরিন বেগম।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আহাদ আলী সরকারের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি জাহিদ আহসান রাসেল, এম পি, যুব ও ক্রীড়া সচিব নূর মোহাম্মদ এবং পদক প্রাপ্তদের মধ্য থেকে মহিউদ্দিন আহমেদ ও সাবিরা সুলতানা। মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর তার বিরচিত থিমসং (জাগো জেগে ওঠো যুবরা সবাই, নিজেকে যোগ্য করার এখনই সময়) বাজানো হয়। শিল্পকলা একাডেমীর পরিচালনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয় যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবলোকন করেন।

উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত হবার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুবসমাজই হচ্ছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান চালিকাশক্তি। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যুবসমাজ নৈতিকতা, সততা, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধের আদর্শ বুকে ধারণ করে দেশ গড়ার মহান কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

ভেতরের পাতা

* এগিয়ে চলেছে রাজবাড়ী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ - ২ পৃঃ
* ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু - ২ পৃঃ
* এম ও ইউ স্বাক্ষর - ২ পৃঃ
* যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং Bangladesh Resource Improvement Trust (BRIT) এর যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ - ৩ পৃঃ
* কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প - ৩ পৃঃ
* জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুবদিবস পালন -৩-৭ পৃঃ
* কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে আয়োজিত প্রশিক্ষণ - ৬ পৃঃ
* যুব ভবনে হেপাটাইটিস বি টীকাদান কর্মসূচি - ৭ পৃঃ
* Orient and update officials under different ministries to support policies and programs on HIV & AIDS - ৭ পৃঃ
* ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের (২য় পর্ব) যাত্রা শুরু - ৭ পৃঃ
* আত্মকর্মীর সাফল্যগাথা - ৭ পৃঃ
* মৌমাছি পালন-একটি সহজ পদ্ধতি - ৮ পৃঃ
* যুব পরিবারের সাফল্যকথা - ৮ পৃঃ
* শোক সংবাদ - ৮ পৃঃ

প্রকাশনায়:
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল ঃ publication79@yahoo.com
ওয়েব সাইট ঃ www.dyd.gov.bd

অর্থায়নে:
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

এগিয়ে চলেছে রাজবাড়ী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ

ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মোনাজাত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প"-এর আওতায় ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজবাড়ী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন ০২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে বেকার যুবশক্তিকে সুদক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রকল্প অনুমোদন করেন। কেন্দ্রে ৬-তলা অফিস-কাম-একাডেমিক ভবন, ৫-তলা ছাত্রাবাস, ৫- তলা ছাত্রীনিবাস, কর্মচারীদের বাসস্থান (ডরমেটরী), কাউশেড, ডাক-কাম-পোল্ট্রিশেড, সীমানা দেওয়াল ও ভূমি উন্নয়নসহ মোট ৮টি কাজ চলছে। এ কেন্দ্র থেকে প্রতিবছর ৪০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মাৎসসম্পদ, কম্পিউটার, মোবাইল, পোষাকশিল্প, অফিস ব্যবস্থাপনা, ভাষা শিক্ষা, ড্রাইভিং প্রভৃতি বিষয়ে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে বেকার যুবদের দেশে ও বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু ও তোফায়েল আহমেদ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় সংসদ সদস্য জিল্লুর হাকিম, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি, প্রকল্প পরিচালক মোঃ নবীরুল ইসলাম (উপ-সচিব)।

একইভাবে, ৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে চাঁপাই নবাবগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আব্দুল অদুদ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ নহির উদ্দিন।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আহাদ আলী সরকার। তিনি বলেন জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ প্রয়োজন। আমরা নীলফামারী যুবক ও যুবমহিলাদের সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরী করছি। আমাদের বিশ্বাস নীলফামারীর যুবসমাজ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সত্য করে তুলবে। অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব নুর মোহাম্মদ ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ নবীরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু

দেশের অনগ্রসর যুবক ও যুবমহিলাদের গার্মেন্টস শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ কর্মসূচি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণ সারা দেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে চালু করা হবে।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আহাদ আলী সরকার ঢাকায় যুব ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ১৩৮টি সেলাই মেশিন, ৩০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন ও ১৩২টি কম্পিউটার সংশিষ্ট জেলার উপপরিচালকদের মধ্যে হস্তান্তর করেন। এ সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব নূর মোহাম্মদ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি ও পরিচালক (প্রশাসন) ম. মাসুদ মাহমুদ খান এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ আবদুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান বছর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ "ফ্রিল্যান্সিং কোর্স" এবং ওয়েবপেইজ ডিজাইনিং প্রশিক্ষণ কোর্স।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আহাদ আলী সরকার, সচিব নূর মোহাম্মদ, মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি ও পরিচালক (প্রশাসন)

এম ও ইউ স্বাক্ষর

নারী কর্মীদের জন্য হাউজ কিপিং ট্রেনিং প্রোগ্রাম বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ১৮ নভেম্বর সকাল ১১.০০ টায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিএমইটি এবং এস,এ ট্রেডিং এর মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। যৌথ উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং বিষয়ে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে যুবমহিলাদেরকে প্রশিক্ষিত করে বিএমইটি ও এস,এ ট্রেডিং এর সহায়তায় বিদেশে প্রেরণ করা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এমওইউ স্বাক্ষর করছেন মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি ও কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনালের চীফ অব পার্টি স্টিভেন লাভেক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি) এর যৌথ উদ্যোগে শিক্ষিত যুবদের জীবন মান উন্নয়নে যুব নেতৃত্ব ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ৬ অক্টোবর এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি) এর যৌথ উদ্যোগে শিক্ষিত যুবদের জীবন মান উন্নয়নে যুব নেতৃত্ব ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ৬ অক্টোবর এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং Bangladesh Resource Improvement Trust (BRIT) এর যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং Bangladesh Resource Improvement Trust (BRIT) এর Youth Tv'র মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রচারণামূলক কার্যক্রম যৌথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২৩ ডিসেম্বর একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সকল পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। Youth Tv'এর Change Maker কর্মসূচির মাধ্যমে তারা গ্রামীন এবং শহরের যুব উদ্যোক্তাদের সাফল্য কাহিনীর উপর ডকুমেন্টারি তৈরী এবং প্রচার করবে।

মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি ও রাহাতুল আশেকিন রাতুল সমঝোতা স্মারক বিনিময় করছেন

কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশের যুবসমাজকে তাদের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করতে সক্ষমতা অর্জনে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করবে। Youth Tv'এর কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন রাহাতুল আশেকীন রাতুল (সিইও) ইয়ুথ টিভি ও ন্যাশনাল ইয়ুথ এম্বাসেডর, কমনওয়েলথ ইয়ুথ কাউন্সিল।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালক ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ বক্তব্য রাখছেন

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় ৫৭ টি জেলার ৪৪২ টি উপজেলায় চলতি অর্থবৎসরে নভেম্বর-২০১৩ পর্যন্ত ২১,০০০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সর্বমোট ১,৮৫,৮৮০ জনকে। তন্মধ্যে ৯২,৯৪০ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত আছেন। এ প্রকল্পের আওতায় যুব কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই ২৩০ টি উপজেলায় ১ টি করে মোট ২৩০ টি মোটর সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বাকি উপজেলাসমূহে মটর সাইকেল বিতরণ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রশিক্ষিত যুবক/যুব মহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৫ টি উপজেলায় ঋণের অর্থ ছাড় করা হয়েছে। গ্রামীণ বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিসহ আত্মকর্মসংস্থানে এ প্রকল্প একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

বিভিন্ন জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুবদিবস পালন

"প্রশিক্ষিত যুবশক্তি, উন্নয়নের দৃঢ়ভিত্তি" এই স্লোগানকে সামনে রেখে ১ নভেম্বর ২০১৩ সমগ্র দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হয়।

কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ ঃ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় কাজিপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত প্রশিক্ষিত, ঋণ গ্রহিতা ও যুবসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর নেতৃত্বে যুব র‍্যালি উপজেলা পরিষদ চত্বর হতে শুরু হয়ে আলমপুর চৌরাস্তা হয়ে পুনরায় উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, অধ্যক্ষ মোঃ মোজাম্মেল হক সরকার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাফিউল ইসলাম, সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইসমাঈল হোসেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুবসংগঠনের প্রতিনিধি ডাঃ মোঃ দুলাল হোসেন, ঋণ গ্রহিতা মাহতাবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, ডাঃ মোঃ সোহেল আলম খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জাহিদা ফেরদৌস, উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ ফারুক হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার, সন্তোষ চন্দ্র চন্দ।

অনুষ্ঠানে ১৯ জন প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলার মাঝে ৫,৭০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা যুবঋণের চেক এবং দুইটি যুবসংগঠনের মাঝে যুবকল্যাণ তহবিলের ৪০,০০০/- (চলিশ হাজার) টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়।

জাতীয় যুবদিবস ১৩ উপলক্ষ্যে যুব ঋণের চেক বিতরণ করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাফিউল ইসলাম

এছাড়াও এ জেলাধীন সকল উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়।

মাগুরা: ১ নভেম্বর-২০১৩ তারিখে মাগুরার যুব ভবনে জাতীয় যুবদিবস-২০১৩ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম,এস আকবর, সংসদ সদস্য, মাগুরা-১ ও সভাপতি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বীরেন শিকদার, সংসদ সদস্য, মাগুরা-২ ও সভাপতি পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক, মাসুদ আহমদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মেয়র, মাগুরা পৌরসভা ও এনজিও কো-অর্ডিনেটর অনুষ্ঠানে যুবদের মধ্যে যুব ঋণের চেক ও সনদ পত্র বিতরণ করা হয়। একই সাথে রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে সনদ পত্র ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

যুব কল্যাণ তহবিলের অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ

এছাড়াও এ জেলাধীন সকল উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়।

নাটোর ঃ ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস ২০১৩ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জেলায় (ক) রচনা প্রতিযোগিতা (খ) চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা (গ) যুব সমাবেশ ও র‍্যালি (ঘ) আলোচনা সভা (ঙ) যুব ঋণের চেক, সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ (চ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় যুবদিবসের সমাবেশ ও র‍্যালী নাটোর কানাইখালী মাঠ হতে শুরু হয়ে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে প্রায় ৬৫০ জন যুবক ও যুবমহিলা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, যুব সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। জেলা পরিষদ প্রশাসক ও সভাপতি জেলা আওয়ামী লীগ এ্যাডঃ মোঃ সাজেদুর রহমান খান এর নেতৃত্বে পুলিশ সুপার এর প্রতিনিধিসহ জেলার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবক ও যুবমহিলাদের সমন্বয়ে র‍্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়।

যুবদিবস ২০১৩ উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশ ও র‍্যালির পর আলোচনা সভা, যুব ঋণের চেক, সনদপত্র, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমূহের প্রধান অতিথি হিসেবে নাটোরের জেলা প্রশাসক মোঃ জাফর উল্লাহ, বিশেষ অতিথি হিসেবে এ্যাডঃ মোঃ সাজেদুর রহমান খান, প্রশাসক জেলা পরিষদ ও সভাপতি জেলা আওয়ামীলীগ, ড. নাহিদ হোসেন পুলিশ সুপার, এ্যাডঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম বিজ্ঞ পিপি ও সহ-সভাপতি জেলা আওয়ামী লীগ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপপরিচালক গণেশ চন্দ্র ঘোষ। আলোচনা সভা সমাপ্তির পর প্রধান অতিথি ৯ জন আত্মকর্মীর মধ্যে ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ঋণের চেক, সনদ পত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

বরিশালঃ ১লা নভেম্বর যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় যুবদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বরিশাল জেলায় ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার, মোঃ নূরুল আমিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মোঃ মকবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোঃ শহীদুল আলম।
এছাড়াও এ জেলাধীন সকল উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তআয়নের মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়।

ঠাকুরগাঁও: জেলা কার্যালয়ের এবং যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, যুবসংগঠক, আত্মকর্মী, প্রশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণরত যুবদের সর্বাত্মক সহযোগিতায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১ নভেম্বর ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় যুবদিবস ২০১৩ উদ্‌যাপিত হয়। এ দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ভলিবল প্রতিযোগিতা, যুব সমাবেশ ও যুব র‍্যালি, আলোচনা সভা, সনদপত্র, পুরস্কার, ঋণ ও অনুদানের চেক বিতরণ, মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জেলা প্রশাসক মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাসের কাছ থেকে রচনা প্রতিযোগিতার ১ম পুরস্কার গ্রহণ করছেন রোজিনা পারভীন

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি জেলার বিভিন্ন ট্রেডের ১০ জন যুবর মাঝে প্রশিক্ষণের সনদপত্র, ৬ জন ঋণীর মধ্যে ৩,০০,০০০/- টাকা যুব ঋণ ও যুব কল্যাণ তহবিল থেকে ৬টি যুবসংগঠনের মধ্যে ১,২৫,০০০/- টাকা অনুদানের চেক বিতরণ, ভলিবল প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দল ও রানার্স আপ দলকে, রচনা ও চিত্রঙ্কন প্রতিযোগিতার ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী যুবদের পুরস্কার প্রদান করেন।

পঞ্চগড়ঃ জেলায় ২দিন ব্যাপী জাতীয় যুবদিবস পালনের উপর ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বেলুন ও ফেষ্টুন উড্ডয়ন, যুব র‍্যালি, ভলিবল ও মহিলাদের মাঝে মিউজিক্যাল পিলো প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আহমেদ কবির।

জাতীয় যুবদিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান

স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপপরিচালক মোঃ আবুল হোসেন। আলোচনা শেষে ০২ জন প্রশিক্ষিত যুবর মাঝে ৮০,০০০/- টাকা ঋণের চেক বিতরণ করা হয় এবং ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র বিতরণ এবং জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং অন্যান্য সকল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় ।

চট্টগ্রাম ঃ সার্কিট হাউজ চত্বরে যুব জমায়েত হয়। যুব জমায়াতে অসংখ্য যুবসংগঠনসহ অনেক প্রশিক্ষণার্থী এবং সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ নেন। ব্যানার ও ফেষ্টুনে সজ্জিত যুব জমায়েত পরির্দশন করেন বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুলাহ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ আবদুল মান্নান, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি দপ্তরের কর্মকতা-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীগণ, ব্যান্ড বাদক দল, বিএনসিসি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ আরোও অনেকে।

যুব জমায়েত পরির্দশন করেন বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুলাহ এবং জেলা প্রশাসক মোঃ আবদুল মান্নান

সার্কিট হাউজ চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে কাজীর দেউড়ী মোড় হয়ে শিশু একাডেমী মোড়ে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে শিশু একাডেমী মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুলাহ এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোঃ আবদুল মান্নান। আলোচনা সভায় বক্তাদের বক্তব্যের মাঝে যুবদের প্রশিক্ষণে ও আত্মকর্মে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি রচিত ০৩ টি জিঙ্গেল বাজিয়ে শুনানো হয়। যুব কল্যাণ তহবিলের চেক বিতরণ, রক্তদান ও ঋণদান কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়াও এ জেলাধীন সকল উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়।

রাজশাহী ঃ জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে ১ নভেম্বর সকাল ১০টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে "প্রশিক্ষিত যুবশক্তি উন্নয়নের দৃঢ় ভিত্তি" এই প্রতিপাদ্যের উপর আলোচনা সভা, যুব ঋণ, যুব কল্যাণ তহবিলের চেক এবং রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার হেলালুদ্দীন আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান, পিপিএম, আর,এম পি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী। আলোচনা শেষে রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ০৬ জনকে পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হয় এবং ০৬ টি যুব সংগঠন ও ০৫ জন আত্মকর্মীকে সর্বমোট ৩,২৫,০০০/- টাকার যুব ঋণের চেক বিতরণ করা হয়। শিল্পকলা একাডেমীতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের আওতাধীন ব্লাড ব্যাংক কর্তৃক ২৬ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। এছাড়াও যুব র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সকালে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও জেলাধীন সকল উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়।

ময়মনসিংহঃ "প্রশিক্ষিত যুবশক্তি উন্নয়নের দৃঢ়ভিত্তি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় যুবদিবস ২০১৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ১ নভেম্বর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল যুব র‍্যালি, আলোচনা সভা, অনুদান হিসেবে ০২ টি কম্পিউটার, সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা পরিষদের প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা মোঃ হাসানুল ইসলাম (উপসচিব)। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপপরিচালক মোঃ রবিউল আলম। এছাড়াও জেলাধীন সকল উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়।

ফরিদপুর ঃ জেলায় ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপপরিচালক (চঃদাঃ) এ,এস,এম মঈনুল আহ্‌সান। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আবু হেনা মোরশেদ জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, প্রবীন সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোঃ শাহজাহান, ফরিদপুর ডায়াবেটিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর শেখ আব্দুস সামাদ, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচারলক মোঃ শহিদউলা এবং এফ,ডি,এর পরিচালক মোঃ আজহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ (দুইশত) জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন " সমাজের জন্য কাজ করতে চাইলে বয়স কোন বাধা নয়'। তিনি বলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়ন কাজের অংশীদার।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আবু হেনা মোরশেদ জামান। বিশেষ অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও অন্যান্য

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি ১৬টি যুবসংগঠনের মাঝে যুবকল্যাণ তহবিলের ৩,২৫,০০০/- টাকার অনুদানের চেক রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় মোট ০৬ জন বিজয়ীর মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র এবং প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন এবং একইসাথে সম্মেলন কক্ষের সম্মুখে সন্ধানী ডোনার ক্লাব ও অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচি বাস্তাবয়িত হয়।

কুষ্টিয়া ঃ জেলার অনুদানপ্রাপ্ত ২৫টি সংগঠনের মধ্যে ৫,০৫,০০০/- টাকার চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ২৩ অক্টোবর তারিখে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) মোঃ মুজিব-উল-ফেরদৌস। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সদর উপজেলার তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের নির্বাহী কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। উপপরিচালক (চঃদাঃ) মোরশেদ আলম স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্য শেষে অনুদানের চেক বিতরণ করেন।

মাগুরা ঃ অক্টোবরের ০৯/১০/২০১৩ তারিখে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদত্ত অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক, মাসুদ আহমদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক। সভাপতিত্ব করেন, উপ-পরিচালক মোঃ দবির হোসেন, সভা পরিচালনা করেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, প্রশান্ত কুমার দে। জেলার ১০টি যুবসংগঠনের মধ্যে ২,০৫,০০০/- টাকার অনুদানের চেক প্রদান করা হয়।

খাগড়াছড়ি ঃ অনুদানপ্রাপ্ত ফদাংঠ্যাঙ ক্লাব, দীঘিনালা ও রেনেসা ক্লাব, মহালছড়ি এর মধ্যে যথাক্রমে ২৫০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা ও ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকার দু'টি অনুদানের চেক ০১ অক্টোবর তারিখ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় বিতরণ করা হয়। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় যুব দিবসের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে অধিকতর সমুন্নত করার লক্ষ্যে যুব কল্যাণ তহবিলের অনুদানের দু'টি চেক যুব দিবসের অনুষ্ঠানে বিতরণ করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান পার্বত্য জেলা পরিষদ, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মোজাম্মেল হক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জয়নুল আবেদীন। এছাড়া সফল আত্মকর্মী হিসেবে বক্তব্য রাখেন চম্পা বিশ্বাস ও বেবী চাকমা এবং স্থানীয় এন, জি,ও ফোরাম এর নির্বাহী পরিচালক মংসানু মার্মা।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোঃ মাসুদ করিম। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপপরিচালক এ,কে, এম শাহরিয়ার রেজা। অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রতিবেদন ৩ অক্টোবর স্থানীয় পত্রিকা 'দৈনিক অরণ্য' বার্তায় প্রকাশিত হয়।

মেহেরপুর জেলা ঃ ০১ নভেম্বর সকাল ১১.৩০ মিঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাঃ আলমগীর হোসেন এর সভাপতিত্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব কল্যাণ তহবিল থেকে ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরের অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদ হোসেন অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সদস্যগণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে অনুদানের চেক বিতরণ করেন।

জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদ হোসেন এর কাছ থেকে অনুদানের চেক গ্রহণ করছেন মোছাঃ সুফিয়া আক্তার জামিলা

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মোতাচ্ছিম বিলাহ পৌরসভা মেয়র, জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক হাজী মোঃ আসকার আলী। জেলার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ ছাড়াও প্রশিক্ষণরত এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সফল আত্মকর্মী প্রায় ২৫০ জন যুব ও যুবমহিলা। সবশেষে জেলার ৮ (আট)টি বেসরকারি যুব সংগঠনের মধ্যে ১৬৫০০০/-(একলক্ষ পয়ষট্রি হাজার) টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

মাদারীপুর ঃ মাদারীপুর জেলা কার্যালয়ে ০৩ অক্টোবর সর্বমোট ৩,৩৫,০০০.০০ (তিন লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকার অনুদানের চেক অনুদান প্রাপ্ত ১৭ টি যুব সংগঠনের মধ্যে বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ নূর-উর-রহমান, প্রধান অতিথি, পুলিশ সুপার খোন্দকার ফরিদুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, যুব সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপপরিচালক শেখ মোঃ নাসির উদ্দিন। প্রধান অতিথি প্রাপ্ত অনুদান সংশিষ্ট প্রকল্পে ব্যয় করার জন্য অনুরোধ জানান।

জেলা প্রশাসক মোঃ নূর-উর-রহমান এর উপস্থিতিতে পুলিশ সুপার খোন্দকার ফরিদুল ইসলাম চেক প্রদান করছেন

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে আয়োজিত প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতি অর্থ বছরের ন্যায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরেও যুগোপযোগী চাহিদাবহুল অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের কারিকুলাম প্রস্তুত করেছে। উন্নয়নের অন্যতম শর্ত; তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন। এ ধারণাকে সামনে রেখে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলাতে পারদর্শী করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভাবমূর্তিকে আরো উজ্জ্বল করার মানসে ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম ব্যাচ এবং ২৪ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত দুটি ব্যাচে মোট ৬০ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য ইন্টারনেট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ ২টিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার আই আইটি ও বিপিএ-টিসি, সাভার, ঢাকা এর সহকারী সিষ্টেম এনালিষ্ট ও সহকারী প্রোগ্রামারগণ এবং সহকারী পরিচালক (আইটিসি) ও কারিগরী প্রকল্পের কম্পিউটার প্রশিক্ষক প্রমুখ। ফলশ্রুতিতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সার্থক ও সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণের দাবী রাখে এ প্রশিক্ষণ।

ক্রেডিট সুপারভাইজারদের জন্য ২৪ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান আয়োজন করেছিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের। এ প্রশিক্ষণে ৩০ জন ক্রেডিট সুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন। যুগ্ম সচিব (বিপিএটিসি) ও অধ্যক্ষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, ঢাকা এর উপ-পরিচালক নিতাই দে সরকার ও অত্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী পরিচালকগণ ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে দুর্যোগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ তিনটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ ম. মাসুদ মাহমুদ খান। উক্ত প্রশিক্ষণ ৩টির সমাপনী দিনে সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি। উল্লেখিত প্রশিক্ষণসমূহের সমাপনী ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এইচ, এম, জিল্লুর রহমান।

যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র ওভেন ও

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি

সুইং মেশিন অপারেটিং বিষয়ক একটি ভিন্নধর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। ২৯-৩০ নভেম্বর এ প্রশিক্ষণটি প্রতিটি জেলা থেকে মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষক (পোষাক) ও জুনিয়র প্রশিক্ষক (পোষাক) এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আঃ রাজ্জাক। এ প্রশিক্ষণটিতে সমাপনী বক্তব্য রাখেন উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মাসুদা আকন্দ।

যুব ভবনে হেপাটাইটিস বি টীকাদান কর্মসূচি

৮ অক্টোবর যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে ইউনিহেলথ ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের অনুপ্রেরণায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য হেপাটাইটিস বি টীকাদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এতে বিনামূল্যে রক্তপরীক্ষাসহ হেপাটাইটিস বি টীকা প্রদান করা হয়। প্রাণঘাতী হেপাটাইটিস বি'র হাত থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপদে রাখার জন্য বিশেষভাবে এই উদ্যোগ নেয়া হয়।

Orient and update officials under different ministries to support policies and programs on HIV & AIDS

যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমণি এর সভাপতিত্বে ১৯ ডিসেম্বর দি গোবাল ফান্ড সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল ঢাকা, আহসানিয়া মিশন, ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) সম্মিলিত ভাবে এইডস প্রতিরোধ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করে। এতে সরকারি, বেসরকারি, বিদেশী সংস্থা এবং যুব সংগঠন সমূহের মোট ৭০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে এইডসের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও তার আলোকে প্রাপ্ত সুপারিশ পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নীতি নির্ধারণে কাজে লাগানো হবে। সেভ দ্যা চিলড্রেন এর প্রতিনিধি শেখ মাসুদুল আলম (উপরিচালক), আহসানিয়া মিশন এর প্রতিনিধি ইকবাল মাসুদ যৌথভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এর ড.আব্দুল ওয়াহেদ (লাইন ডাইরেক্টর) এইডস বিষয়ের উপর তথ্যাবলি প্রজেক্টের এর সাহায্যে উপস্থাপন করেন। সেভ দ্যা চিলড্রেন এর ড. লিমা রহমান (প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর) এ বিষয়ে অধিদপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।

মহাপরিচালক সভাপতির বক্তব্যে বলেন সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলে এইডস থেকে নিজেকে তথা অন্যদের নিরাপদ রাখা জরুরি। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন তা না হলে বিষয়টির গুরুত্ব হারিয়ে যায়। মুক্ত আলোচনা পর্বের শুরুতে পরিচালক (বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ও যুব সংগঠন) গোলাম মেজবাহ উদ্দিন বক্তব্য প্রদান করেন। বিভিন্ন যুব সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

আত্মকর্মীর সাফল্যগাথা

চম্পা বিশ্বাস ঃ গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক বিষয়ে খাগড়াছড়ি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিজয় ডেইরী ফার্ম, সবুজবাগ ২ নং ওয়ার্ড, খাগড়াছড়ি পৌরসভা, খাগড়াছড়ি নামে প্রকল্প গ্রহণ করেন। উক্ত প্রকল্পে তার প্রাথমিক বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ ৮০,০০০.০০ (আশি হাজার) টাকা যা তার ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বাবা-মার নিকট হতে পাওয়া। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার মূলধন ১,৩০,০০০.০০ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা। চম্পার প্রকল্পে বর্তমানে দুইজন জনবল কর্মরত আছেন এবং তার মাসিক আয় প্রায় ৬,০০০.০০ (ছয় হাজার) টাকা। প্রকল্পের গাভীর গোবর থেকে ১টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করাসহ উক্ত প্রকল্পের আরো উন্নয়ন চম্পার ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

মাহমুদুল হাছান চৌধুরী ঃ পিতা-রেজাউল করিম চৌধুরী, মাতা রহিমা আক্তার, পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। তিনি পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বর্তমানে বি কম তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি পারিবারিকভাবে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন ও মাছ চাষে সহযোগিতা করেও কম্পিউটার বিষয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি হতে ৬ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং নিজের উদ্যোগে ও বাবার অর্থায়নে স্কাই কম্পিউটার নামক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও স্টুডিও চালু করেন। বর্তমানে তার কেন্দ্রে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার মালামাল রয়েছে। তিনি বর্তমানে মাসে প্রায় ৪০,০০০/- (চলিশ হাজার) টাকা আয় করেন এবং বর্তমানে তিনি একজন সফল যুবক। মাহমুদুল তার প্রতিষ্ঠানকে আরও প্রসার করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষিত বেকার যুবকরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার মত এগিয়ে যাবে বলে মাহমুদুল আশা পোষণ করেন।

আফরোজা খাতুন ঃ আট ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। এইচ এস,সি পাশ করার পর আর্থিক অভাবের কারণে তার লেখাপড়া করা সম্ভব হয় নাই। তারপর তার বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর সংসারে অভাব অনটনের মধ্যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘোরাঘুরি করেও যখন কোন চাকুরি তার ভাগ্যে জোটেনি তখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক যুবকের পরামর্শ অনুযায়ী রাজবাড়ি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন এবং কর্মকর্তার পরামর্শে মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ উদ্যোগে নিজের ছোট একটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ৪০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ০৫ টি পুকুরে মাছ চাষ করছেন এবং তার মাসিক আয় বর্তমানে ১,৪০,০০০/০ (এক লক্ষ চলিশ হাজার টাকা)। তার প্রকল্পে ৭ জন কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত আছেন। জীবনযুদ্ধে বিজয়ী আফরোজা মনে করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মত সবার জন্য উন্মুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান থাকতে পরনির্ভরতার গ্লানি নিয়ে কেউ যেন বসে না থাকে, এগিয়ে যায় যেন উন্নতির পীচ ঢালা পথ ধরে।

"মৌমাছি পালন-একটি সহজ পদ্ধতি"

রোখসানা ইয়াসমিন

মধু একটি ঔষধিগুণসম্পন্ন পুষ্টিকর খাদ্য। মধুর মধ্যে গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, খণিজ লবণ, ভিটামিনসহ ৮০ প্রকার মূল্যবান পুষ্টি উপাদান আছে। সঙ্গে আছে প্রচুর পরিমাণ অক্সিএন্টিডেন্ট। ১ কেজি মধু থেকে ৩১৫০-৩৩৫০ ক্যালরি পাওয়া যায়। পাশাপাশি ১ লিটার দুধ থেকে ৬২০ ক্যালরি পাওয়া যায়। গুড় ও চিনির বিকল্প হিসেবে মধু ব্যবহার করা যেতে পারে। মধুকে বলা হয় সকল রোগের মহৌষধ।

মৌমাছি পালন খুবই সহজ। শস্য শ্যামলিমা বাংলাদেশের বসতবাড়ীতে একটি বাক্স এবং একটি মৌচাক দিয়ে সহজেই মধু উৎপাদন করা যায়। মৌমাছি সাধারণত সরিষা, লিচু, কালজিরা, তিল, তিসি, আম, সেগুন শাল ইত্যাদি থেকে পরাগ রেণু সংগ্রহ করে। মৌমাছি গাছ-গাছালী শস্যের ফুল থেকে ৩ (তিন) মাইল গোলাকার দূরত্বে পরাগ রেণু সংগ্রহ করে। সবচেয়ে বেশী মধু পাওয়া যায় নভেম্বর-মার্চ পযর্ন্ত। একটি মৌ বাক্স ও অন্যান্য খরচের জন্য ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করে ৯০০০/- (নয় হাজার) টাকার মধু উৎপাদন করা সম্ভব। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪-৫ কেজি মধু সংগ্রহ করা যায়। উৎপাদিত মধু সাধারণভাবে ১৫-২০দিন ঘরে সংরক্ষণ করা যায়। খাঁটি মধু আত্মীয়স্বজনের কাছে হতে পারে প্রিয় উপহার। চাষের উৎপাদিত খাঁটি মধু ব্যক্তি উদ্যোগে অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করা যায় সহজেই।

স্বল্প মেয়াদী (৩-৪ দিন) আধুনিক মৌ চাষের কলাকৌশল প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিসিক বা অন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। আরো তথ্য সমৃদ্ধির জন্য যোগাযোগ করে সাহায্য নিতে পারেন মধু চাষের বোদ্ধা ব্যক্তির সু-পরামর্শ, পাশাপাশি আরো বন্ধুর মত পেতে পারেন মৌ চাষের কলাকৌশল সম্বলিত বই, বুকলেট এবং আরো সহায়ক রচনাসমূহ।

মৌমাছি চাষের ফলে পুষ্টিকর মধু উৎপাদনের পাশাপাশি সুষ্ঠু পরাগায়নের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে ফসলের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়। মৌমাছি চাষ একটি পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম। মৌমাছি পালন করে পুষ্টিকর খাঁটি মধু উৎপাদন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থান ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একজন গর্বিত অংশীদারি হোন।

কো-অর্ডিনেটর, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র

যুব পরিবারের সাফল্যকথা

সাবিহা আক্তার নিশি ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নওগাঁ সরকারি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে। সে পঞ্চগড় জেলার উপপরিচালক (চঃদাঃ) মোঃ আবুল হোসেন এবং উম্মে ছালমা ডেইজীর ২য় সন্তান। নিশি সকলের দোয়াপ্রার্থী।

তানমি আহাম্মেদ অনন্যা ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় কামরুন্নেসা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় টিকাটুলি, ঢাকা থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে প্রধান কার্যালয়ের পরিকল্পনা শাখার অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক শাহানাজ আহাম্মেদ সাথী এবং মোঃ পলাশ এর ২য় সন্তান। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

মোঃ আরিফুর রহমান (সাকিব) ২০১৩ সালে জে এস সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধিনে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ শাখায় কর্মরত মোঃ হাবিবুর রহমান এবং আশুরা খাতুন (মুক্তা) এর একমাত্র ছেলে। সাকিব সকলের দোয়া প্রার্থী।

আশ্রয় রায় ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ সহ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পয়েছে। সে পঞ্চগড় জেলার এম,এল এস,এস পরিমল চন্দ্র রায় এবং নির্মলা রাণী রায় এর ১ম সন্তান। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

শোক সংবাদ

মোঃ রফিকুল ইসলাম ঃ গোপালগঞ্জ জেলার উপপরিচালক ৩০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-রাজেউন)। তিনি স্ত্রী, চার ছেলে ও ০১ কন্যা রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর।

আমির হোসেন মজুমদার ঃ কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক, ২ ডিসেম্বর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না -রাজেউন)। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ০১ কন্যা রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫১বছর।

মাকসুদা পারভীন ঃ গোদাগাড়ী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ২৯ নভেম্বর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-রাজেউন)। তিনি ০১ ছেলে ও ০১ কন্যা রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর ৬ মাস।

মোঃ আমির হোসেন মোল্লা ঃ ক্রেডিট সুপার ভাইজার, আখাউড়া ৫ ডিসেম্বর উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-রাজেউন)। তিনি স্ত্রী ০৩ কন্যা রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর।

যুব তথ্য কণিকা

নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	জুন ২০১৩ পর্যন্ত অর্জন	অর্জন ২০০৯-সেপ্টেম্বর ২০১৩	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩
০১.	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৪০,৪৬,১৫৯ জন	১০০৩২৫৪ জন	২৮৩৩৫ জন
০২.	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	১৯,৯৪,৯৬৫ জন	৩০১২৯৫৮ জন	৭২০৪ জন
০৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৩,৯০৩ জন	৬৮৯১৬ জন	৬৬৭৮ জন
০৪.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৬৩,১৫৬ জন	৬৮১৪৭ জন	৬৬৪৮ জন
০৫.	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১১৭০৩০.৬২ লক্ষ টাকা	৩৩৫০৫৪.৫০ লক্ষ টাকা	২০.০৩ লক্ষ টাকা
০৬.	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৭,৯৬,৭১০ জন	১০৪১৯৫ জন	৩১৯৫ জন
০৭.	যৌতুক বিরোধী আলোচনা সভা	-	৪৩৬টি	৩০৫টি
০৮.	বৃক্ষরোপন	-	৮২৮৬০টি	৭৫৩০০টি
০৯.	প্রকল্পের অবস্থা (৪টি)	বরাদ্দ ১১২৯৫.০০ লক্ষ	অবমুক্তি ৫৬৪৫.৬৩ লক্ষ	অগ্রগতি ১৫১৭১.৯৯ লক্ষ